OPEN ACCESS
IF 8.111
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 26*
*Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 198 - 206*
*Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive*

***Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)***
***A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture***
*Volume - vi, Issue - ii, Published on April issue 2026, Page No. 198 - 206*
*Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in*
*(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848*

# শিশুসাহিত্যিক বিমল ঘোষের (মৌমাছি) নির্বাচিত ছোটগল্পে রূপকথার নবরূপায়ন

**সুকন্যা বেরা**
গবেষক, বাংলা বিভাগ
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID: sukanyabera63@gmail.com

***Received Date*** *30. 03. 2026*
***Selection Date*** *07. 04. 2026*

***Keyword***
*Bimal ghosh, children literature, folk tales, Fairy tales, 20th century, reimagine.*

***Abstract***

*The child's mind is a realm of fantasy, they look at the world with immense wonder. Everything in the world is new to them. The child's mind is able to take the essence that our adult mind is unable to extract from the impossible effortlessly. children mind is not burdened with the question of the impossible or the unrealistic. That is why one of the most popular forms of children's literature is the fairy tale, a very familiar form of folklore. In ancient folklore, the stories of all the beloved kings and queens were told by their mother and grandmother, and the child used to get the essence while lying in the moonlight. Today, in the present era, society has changed, but in the eyes of today's child, the magical world of fairy tales is infatuated. Because the child is forever. Times have changed, but children are the only ones who have not changed. But at the present time, the fairy tale dose not told only by the mother and grandmother, instead of it's told by the modern children's writers. But with the change of time, the life and surroundings of the people changed, as a result of the demand of the era, the modern writers have been added to the ancient body of fairy tales, as well as the change in tastes, many things have been excluded, that is, the new form of fairy tales has been in the hands of modern writers.*

*In the twentieth century, children's writer Bimal Ghosh enriched the children's world by combining novels, short stories, plays, travelogues and other varieties. Every time he wanted to bring out some new topics through his writings and for the all-round development of children. His fairy tales are also seen in this effort. Just as we get his original fairy tales from his hands, he has translated the fairy tales of different countries under one page in the 'Deshbidesher rupkatha'. Standing in his twentieth century, he could not deny the demands of the era. He has fulfilled the demands of modernity while maintaining the ancient spirit of fairy tales. Retaining the characteristics of ancient fairy tales, he has created a dramatic situation in the story, as well as the story of the ancient bangoma-bangomi, the story of the rakkhos, and in the*

OPEN ACCESS
IF 8.111
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 26*
*Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 198 - 206*
*Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive*

*same story he successfully added the story of the joy of youth, the victory of the courage and hard work of the people. Through my discussions, I will see how successful the renewal has been done by Bimal Ghosh.*

## Discussion

শিশুমনে রূপকথার আকর্ষণ প্রবল, শিশুকন্যারা মা-ঠাকুমার মুখে শুনে শুনে পৌঁছে গেছে সেই অপরূপ রূপকথার রাজ্যে, যেখানে বিস্ময় যেন ফুরতেই চায় না। রূপকথার মাদকতায় সেইসব চোখে না দেখা বিরাট বিরাট রাজপ্রাসাদ যেন তাদের চোখের সামনে ফুটে উঠেছে, অপূর্ব সুন্দর সব রাজকন্যা রাজপুত্তুর সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়েছে তাদের শিশুমন, বিশালাকার রাক্ষস-দৈত্য ভয়ের শিহরণ জাগিয়েছে, রাজপুরুষদের বিশাল বিক্রম রোমাঞ্চিত করেছে। তাদের কাছে যা কিছু অপ্রাপ্য, যা দুর্বোধ্য, রহস্যময় রূপকথার সঙ্গী হয়ে পৌঁছে যায় চিরকাঙ্ক্ষিত সেই কল্পনার রাজ্যে—

> "মানুষ বারে বারে শিশু হয়ে জন্মায় আর বারে বারে নতুন করে এই পুরাতন কাহিনী শোনে। সন্ধ্যা প্রদীপের আলো স্থির হয়ে থাকে, ছেলেরা চুপ করে গালে হাত দিয়ে ভাবে, আমরা সেই রাজপুত্তুর। তেপান্তর মাঠ যদি ফুরোয়, সামনে সমুদ্র। তারই মাঝখানে দ্বীপ, সেখানে দৈত্যপুরীতে রাজকন্যা বাঁধা আছে। ...
>
> এইটেই হচ্ছে মানুষের সব-গোড়াকার রূপকথা আর সব-শেষের। পৃথিবীতে যারা নতুন জন্মেছে দিদিমার কাছে তাদের এই চিরকালের খবরটি পাওয়া চাই যে, রাজকন্যা বন্দিনী, সমুদ্র দুর্গম, দৈত্য দুর্জয়, আর ছোট মানুষটি একলা দাঁড়িয়ে পণ করেছে – বন্দিনীকে উদ্ধার করে আনব।"[১]

কিন্তু বর্তমানে জীবনে সময় সমাজের পরিবর্তনের সাথে সাথে স্বাভাবিক ভাবে আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে রূপকথার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে? মনোরঞ্জন ব্যতিরেকে বাস্তব জীবনশিক্ষায় এর কোন ভূমিকা আছে কিনা, শিশুসাহিত্য হিসাবে রূপকথার গুরুত্ব কতখানি সে সম্পর্কে শ্রীমতি আশা গঙ্গোপাধ্যায়ের মন্তব্য করেন—

> "এই গল্পগুলি কেবল কল্পনার স্বচ্ছন্দ বিচরণই নয়, ইহাদের মধ্যে কতগুলি দৃঢ়-প্রতিষ্ঠ নীতি আছে এবং মা-দিদিমা, দিদির মুখ হইতে শোনা এইসব কাহিনিই শৈশব হইতে চরিত্র গঠনের ভিত্তি নির্মাণ করিয়া আসিতেছে। শক্তি ও সাহস, সত্যের প্রতি অনুগত্য, ধর্মে বিশ্বাস এবং পরিণামে ইহাদের পুরস্কার – এগুলি রূপকথার মধুপানের মাধ্যমে শিশু-চরিত্রের স্বাস্থ্য রচনা করিয়া দিয়াছে।"[২]

প্রকৃপক্ষে মা-ঠাকুমার মুখে শোনা এইসব রূপকথার কাহিনির মাধ্যমে শিশুর প্রথম বাইরের জগতের সাথে পরিচয় ঘটে, তার পারিপার্শ্বিক জ্ঞান বৃদ্ধি পায়, শুভ-অশুভের বোধ সৃষ্টি হয়। শিশুদের কল্পনাশক্তি, সুরুচি, স্রষ্টা-মনকে গড়ে তুলতে সাহায্য করে।

ইংরেজ শাষনে অবিভক্ত বাংলায় স্বদেশিকতার যে জোয়ার এসেছিল তার অন্যতম বৈশিষ্ট্যই ছিল প্রাচীন ইতিহাস চর্চা, দেশকে সমগ্র ভাবে জানা ও নিজের ঐতিহ্যের উদ্ধার। এই কৌতূহল ও অনুসন্ধিৎসার ফল - নিজের লোকজীবন, লোকসংস্কার ও লোকসাহিত্যকে জানার আন্তরিক প্রচেষ্টা। এর সূত্রপাত ঘটে ছিল রেভাঃ লালবিহারী দের 'Folk- Tales of Bengal' গ্রন্থটির মাধ্যমে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম যথার্থভাবে আধুনিক শিক্ষিতশ্রেনীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। মূলত রবীন্দ্রনাথের অনুপ্রেণায় বাংলা সাহিত্যে রূপকথা সংগ্রহের ক্ষেত্রে অপর এক প্রতিভাধর ব্যক্তির আবির্ভাব হয়, তিনি হলেন দক্ষিনারঞ্জন মিত্র মজুমদার। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে স্বদেশীকতা, ঐতিহ্যময় অতীতের পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টা জন্ম দিয়েছিল নতুন সাহিত্য সাধনার, বাংলার নিজ ঐতিহ্যকে আরও ভালোভাবে চিনে তাকে নবায়িত করার প্রয়োজন দেখা দিল সেই সময়ে।

প্রাচীন সংস্কৃতিকে নতুন ভাবে চিনে নেওয়ার উদ্যোগে প্রাচীন মৌখিক রূপকথা যেমন নতুন ভাবে লিখিতরূপে সংগ্রহ হতে থাকে, তেমনি নতুন বিষয় অবলম্বন করে আধুনিক লেখকদের হাত ধরে পরিকল্পিত ভাবে আধুনিক রূপকথার সৃষ্টি হতে থাকে। মলয় বসুর মতানুসারে—

OPEN ACCESS
IF 8.111
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 26*
*Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 198 - 206*
*Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive*

> "বাঙলার শ্রুতি-নির্ভর রূপকথাগুলি বিভিন্ন সংকলকদের হাতে লিপিবদ্ধ হওয়া মাত্রই তাদের একটি 'লিখিত আদর্শ' স্থির হয়ে গিয়েছিলো। পরবর্তী কালে বাংলা সাহিত্যে যে রূপকথা-চর্চা আরম্ভ হয়েছিল বহুলাংশে তা ছিল ঐ 'লিখিত আদর্শ' দ্বারা প্রভাবিত।"[৩]

রূপকথার লিখিতরূপের মাধ্যমে তার সাহিত্যিক মূল্য কিছু কমে যায় না বরং বর্তমান যুগ চাহিদা অনুসারে তার নবরূপায়ণ ঘটে। মোলিক সাদৃশ্য থাকলেও প্রাচীন রূপকথার সাথে আধুনিক রূপকথার কিছু পার্থক্য লক্ষিত হয়। এ রূপান্তর বহিরঙ্গে কোনো পরিবর্তন না ঘটিয়ে, অন্তরঙ্গে বিপুল পরিবর্তন, বৈচিত্র্য ও সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছিল। এই নবরূপায়নের ক্ষেত্রে লোক-সাহিত্যের বাহ্যরূপ নিয়ে টানাটানি করলেই তা ভাবী সাহিত্যের উপাদান হয়ে উঠবে না। লোককথাকে নবায়নের অর্থ মধ্যযুগের পদ বা পাঁচালির পুনরাবৃত্তি নয় কিংবা আধুনিক নবলব্ধ সংস্কৃতির অস্বীকৃতি নয়, মা-ঠাকুমার মুখে শোনা চিরন্তন রূপকথার মৌলিক উদ্দিষ্ট বিষয়গুলি অপরিবর্তিত রেখে তাকে বর্তমানকালের উপোয়োগী করে তোলা। আপ্রাচীন বাংলার রূপকথাগুলি লালিত হয়েছিল শ্যামবাংলার বুকে কিন্তু বিশশতকে আধুনিক লেখকদের হাতে যে নতুন রূপান্তরিত রূপকথা ও রূপকথারীতি জন্ম নিল তা মূলত নগর কলকাতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। ফলে যে প্রাকৃতিক পরিমন্ডলের মধ্যে মৌখিক রূপকথা রচিত ও বর্ধিত হয়েছিল সেই যুগ, সেই সমাজ বা পরিমন্ডল আজ আমাদের চারপাশে কোথাও নেই। ফলে আধুনিক মানুষের পক্ষে প্রাচীন রূপকথার জগত সৃষ্টি করা আর সম্ভব নয়। নগর সভ্যতার ভিতরে বাংলা রূপকথার এই যে নবরূপায়ণ ও বিবর্তন শুরু হল, বলাবাহুল্য, তাই-ই সুনিশ্চিত ভাবে দুই যুগের রূপকথাকে আলাদা করে দিল। রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, প্রমথ চৌধুরী, প্রভৃতি প্রতিভাধর লেখকদের হাত ধরে বিংশ শতাব্দীতে বাংলাসাহিত্যের রূপকথা চর্চা প্রাণ পেল। এঁরা প্রাচীন রূপকথার কাঠামোতে প্রদান করেছেন ঔজ্জ্বল্য। বক্তব্যের স্বচ্ছতায়, চরিত্রের বিশ্লেষণের তীক্ষ্ণতায়, আশ্চর্য উপমায়, বিশেষণে বর্ণোচ্ছটায়, অভিনব গঠনরীতিতে, রূপকের ব্যবহারে নতুন বিষয়ের অবতারনায় জন্ম নিচ্ছিল নতুন যুগের রূপকথা। গল্প বলার থেকে, গল্পচ্ছলে কোন একটি বিশেষ ভাবকে প্রতিষ্ঠা করা এযুগের রূপকথার একটি মুখ্য বৈশিষ্ট্য। সুদুর অতীত থেকে প্রবাহিত হয়ে আসা এই মৌখিক সাহিত্য যেহেতু সচেতন ভাবে শিশুদের জন্য রচিত হয়নি ফলে অসচেতনভাবে বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, ব্যাভিচার, নারী নির্যাতনের মত শিশু অনোপোযোগী বহু সামাজিক বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। একালের রূপকথাগুলি মূলত একজন লেখকের হাত দিয়ে তার সুচিন্তিত পরিকল্পনার ফসল হয়ে ফুটে উঠছে, স্বাভাবিক ভাবে তার অবয়ব থেকে অপ্রয়োজনীয় বিষয়গুলি দূরীভূত হচ্ছে। শিশুরা যেহেতু খুব সহজেই রূপকথার প্রতি আকৃষ্ট হয় ফলে আধুনিক লেখকদের হাতে রূপকথার পরিমণ্ডল বর্তমান রেখে তার মধ্যে সংযোজিত হচ্ছে শিশুদের উপোযোগী নতুন যুগের ভাষা, অভিব্যক্তি ও ভাবনা। রবীন্দ্রনাথের 'বিম্ববতী', 'সাত ভাই চম্পা', 'রাজার ছেলেও রাজার মেয়ে',-র মত স্মরনীয় 'কাব্যিক রূপকথা' তাছাড়া গল্পগুচ্ছ, লিপিকা-য় ছড়িয়ে থাকা বহু রূপকথা কেন্দ্রিক গল্প, অবনীন্দ্রনাথের শকুন্তলা, ক্ষীরের পুতুল, রাজকাহিনী, নালক রূপকথা সৃষ্টির মাধ্যমে শিশুদের জন্য এই অবাধ বাধাহীন জগত তুলে ধরেন। পূর্বসূরিদের হাত ধরেই তাঁর সাহিত্যভান্ডারের মধ্যে রূপকথা নির্মাণের সেই মোহাবেশ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারেননি বিমল ঘোষ। বিশ শতকের তিরিশের দশকে তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির সূচনা। তার পর থেকে বহু রচনায় তিনি ভরে তুলেছেন শিশু জগতকে। বার বারই গতানুগতিক শিশুসাহিত্য নয় বরং প্রয়াস করেছেন শিশুদের জন্য নতুন কিছু নিয়ে আসতে, নিজের দেশ, সমাজ, সময়ের সাথে পরিচয় করাতে চেয়েছেন। তাঁর অন্যান সব রচনার মতো তাঁর রূপকথা কেন্দ্রিক ছোটগল্পগুলিতে তিনি প্রাণের শিশুবন্ধুদের জন্য নানা বৈচিত্র্য তুলে ধরেন। আধুনিকতা ও সময়ের দাবি মেনে নিয়ে রূপকথার অবয়ব বজায় রেখেই রচনা করেন যুগোপযোগী অপরূপ কল্পনার স্বপ্নরাজ্য। রূপকথা সম্পর্কে স্বয়ং মৌমাছি বলেন—

'সে সব 'রূপকথা' আজগুবি হলেও ভারি মিষ্টি আর ভারি সুন্দর। আজো তার আদর একটুও কমেনি। পৃথিবীর সবদেশের ছেলেরাই সেকালের সেইসব রূপকথা পড়ে এখনও আনন্দ পায় আর খুশি হয়"। (দেশ-বিদেশের রূপকথা, গোড়ার কথা) 'কাঠকন্যা', 'রূপকথার ঝুলি'তে নতুন নতুন গল্প সৃষ্টির করে তাদের মনোরঞ্জন করেন পাশাপাশি 'দেশবিদেশের রূপকথা'-য় নানান দেশের প্রচলিত প্রাচীন রূপকথা অনুবাদ করে শিশুদের জ্ঞানজগত বিস্তৃত করেন। তাদের সামনে নিয়ে আসেন চোখে না দেখা সেই সব অপরূপ দেশের অপরূপ সব রূপকথা।

OPEN ACCESS
IF 8.111
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 26*
*Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 198 - 206*
*Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive*

তাঁর 'কাঠকন্যা' গল্পটি ছ-টি ছ-রকমের গল্প নিয়ে তৈরি 'বাছাবাছা' সংকলনে প্রকাশিত। প্রাচীন রূপকথার কাঠামো বজায় রেখেই 'কাঠকন্যা'র কাহিনি নির্মিত হয়। ফুলের কুমারের ফুলের মালার স্পর্শে কাঠকন্যা রাজকন্যার প্রাণ প্রাপ্তি এবং সেই সঙ্গে সমস্ত রাজপুরীর দুঃখের অবসান এই হল গল্পের মূল কাহিনি।

প্রচলতি রূপকথার কাহিনিকে অবলম্বন করে রচিত হওয়া এই কাহিনি মৌমাছির লেখনী দক্ষতায় হয়ে উঠেছে আসাধারণ। কাহিনি রূপকথায় প্রাণ সঞ্চার করে, এখানেও কাহিনির মধ্যে সৃষ্টি করেছেন উত্তেজনাময় নাটকীয় পরিস্থিতি - ছোটো রানির স্বপ্নেপ্রাপ্ত দৈববাণী যেমন শিশুদের মনে উত্তেজনার সৃষ্টি করে তেমনি, কাঠকন্যা রাজকুমারীর প্রাণ ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টায় এক একটি চরিত্রের আগমন গল্পে গতি প্রদান করে- বিরাট সপ্তডিঙ্গা ভাসিয়ে প্রথমে আগমন ঘটে সওদাগর পুত্রের; তারপর ঘোড়ায় চড়ে বীর কোটাল পুত্রের আগমন এবং সর্বশেষে রাজা স্বয়ং দূত হয়ে বন, পাহাড় পেরিয়ে খুঁজে পান ফুলের দেশের ফুলের রাজপুত্রকে। নিজের সব কিছুর বদলেও রাজকুমারীর প্রান দিতে চান কুমার— 'প্রাণ দিলে যদি প্রাণ মেলে, তাও দি'। রাজকুমারকে ফুলেরা রাজবেশ রাজমুকুট ধারণ করতে বললে, কুমার বলে—

"রাজবেশ! রাজমুকুট রাজত্ব ওসব থাক। আগে কাঠকন্যা জীবন পাক - এখন পরাও রাখাল বেশ!"[৪]

পূর্বের আগমনকারীদের মত অর্থের ধনে ধনী না হয়ে হৃদয়ের ভালোবাসা নিয়ে ফুলের দেশের রাজপুত্র কাঠকন্যার কাছে দাঁড়ায়। নিজের হস্তে বোনা ফুলের মালা নিয়ে রাত্রির নিস্তব্ধায় প্রতি দিন নিবেদন করে কাঠকন্যার কাছে। এই রকমই এক রাত্রিবেলার নিস্তব্ধতার মধ্যের কুমারের ফুলের মালা গিয়ে পড়ে রাজকন্যার গলায়। 'কাঠকন্যা' - অর্থাৎ নিষ্প্রাণ, ইমোশন বর্জিত, এক যন্ত্র মানুষ ফুলের রাজকুমারের প্রকৃত ভালোবাসার স্পর্শে প্রাণ ফিরে পায়। রাজা, রাজকন্যা, রাজপুত্র-সহ সমস্ত রাজবাড়ীর তপস্যার পরিসমাপ্তি ঘটে। সমগ্র রাজবাড়ি প্রান ফিরে পায়, রাজবাড়ির গাছে গাছে পাখিরা গান গেয়ে ওঠে—

"ফুলের দেশের
ফুলের রাজা-
ভুবনে অতুল।
কঠোর ত্যাগে কাঠকন্যার
ফোটায়
পরাণফুল"[৫]

এই কাহিনিও যেন ফরাসী রূপকথা 'The Sleeping Beauty', বাংলা রূপকথা 'ঠাকুমার ঝুলি'র 'ঘুমন্তপুরী', 'মণিমালা'র কাহিনির মতো মৃত্যু নিদ্রায় ঘুমিয়ে পড়া রাজকন্যার ঘুম ভাঙ্গিয়ে রাজকন্যার সাথে সমগ্র রাজপুরীর প্রান দান। আশা গঙ্গোপাধ্যায়ের সাথে একমত হয়ে আমরাও যেন এই কাহিনিকে বলতে পারি— "বসন্তের সূর্যালোক মণি হইয়া শীতের বন্ধনে ঘুমন্ত ফুলের কুঁড়িটি ফুটাইয়া তুলিতেছে ... ইতিহাসের কোন আদিপর্বে প্রতীকরূপে এই গল্পগুলির পত্তন হইয়াছিল, আজ তাহারা রূপকথার স্বপ্নলোকে আসিয়া বাসা বাঁধিয়েছে।" সেই প্রাচীনধারা অক্ষুন্ন রেখেই বিশ শতকে দাঁড়িয়ে মৌমাছি আধুনিকতার পালিশ দিয়ে নবরূপে এই প্রতীকরূপী কাহিনির নির্মাণ করেছেন। আমরা বলতে পারি ফুলকুমারের ফুলের ছোঁয়া বসন্তের প্রতীক হয়ে রাজকুমারী-সহ সমগ্র রাজপুরীর দুঃখের অবসান ঘটাচ্ছে। নতুন বসন্তের সাথে নতুন যৌবন, নতুন শক্তি, নতুন প্রজন্মের জয়গান গেয়েছে। নতুন প্রজন্ম তার শক্তি দিয়ে পৃথিবীর বুক থেকে সমস্ত মলিনতা মুছে নতুন দিনের আরম্ভ করেছে। নতুন সূচনার আনন্দধ্বনি দিয়েই সমাপ্ত হয়েছে এই কাহিনি।

রূপকথার চিরকালীন নিয়মানুসারে গল্পের যেমন আনন্দায়ক সমাপ্তি ঘটিয়েছেন তেমনি ছোটো পাঠকবন্ধুদের মনেও আনন্দ সঞ্চার করেছেন। গল্পে রচনা করেছেন শিশুমনের রোমান্সের আবেশ যে রোমান্স-প্রিয়তা পরিণত মনকে পরবর্তীকালে উচ্চতর সাহিত্যের মধ্যে রোমান্সের সন্ধান করতে উদ্দীপ্ত করবে।

রূপকথার প্রধান দুটি বৈশিষ্ট্য চিত্রধর্ম ও সংগীতধর্ম। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের পথে বলেছে - 'রূপকথা রূপ সৃষ্টি করে বলেই শিশুর মনে ছবির পর ছবি জাগে' (সাহিত্য তত্ত্ব, সাহিত্যের পথে) মৌমাছি শুধু গল্পই বলেননি, তাঁর শিল্পীমন কথা দিয়ে রচনা করেছেন অসাধারণ সব চিত্র। যেহেতু তাঁর রচনা শিশুদের জন্য, তাই শিশুদের উপযোগী কথা দিয়ে

OPEN ACCESS
IF 8.111
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 26*
*Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 198 - 206*
*Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive*

নির্মাণ করেন অসম্ভব সুন্দর সব ছবি। এইসব নতুন নতুন ছবি নির্মানের প্রচেষ্টাই শিশুদের মধ্যে সমৃদ্ধ করে তাদের কল্পনাশক্তির। রানিদের নীলসায়রে সন্তানপ্রাপ্তির জন্য প্রচেষ্টা কথা দিয়ে আঁকা এমনই এক ছবি। গল্পের এ দৃশ্যের ভাষা ছবির মতই। নির্জন নীল সাগর সাত রানির আগমনে যেন ঝলমল করে ওঠে, চারিদিকে কোন মানুষ নেই, খালি 'নীল সমুদ্র আকাশ জোড়া'। 'দিনে সূয্যিঠাকুর কটমটিয়ে চায়', রাতের বেলা অসংখ্য তারার সাথে চাঁদ আড়চোখে চায়। কয়েকটি শব্দ দিয়ে অসাধারণ এক ছবি আঁকেন বিমল ঘোষ।

রূপছবি নির্মাণের পাশাপাশি কাব্যধর্মী ভাষার ঝঙ্কার সার্থক ভাবে জড়িয়ে থেকেছে সমস্ত গল্পজুড়ে। কাব্যধর্মী ভাষার সৌন্দর্য সুস্পষ্ট ভাবে ফুটে উঠেছে ফুলের রাজ্যে ফুলের কুমার ও ফুল, পাখি, প্রজাপতিদের কথপোকথনে।

যেমন আধুনিকতার ছোঁয়া রয়েছে পাশাপাশি খুঁজে পাই প্রাচীন রূপকথার নিয়ম মেনে দৈবাদেশের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। মানুষের বিপদ মুক্তির জন্য বারবার গল্পে ফিরে ফিরে আসছে দৈববাণী, স্বপ্নাদেশ। পাশাপাশি আমাদের চিরকালীন হৃদয়াবেগের অনুভূতির প্রকাশ দেখতে পাই বিভিন্ন ঘটনার মধ্য দিয়ে দেখতে পাই চিরকালীন বাঙালি গার্হস্থ্য জীবনের ছবি- সন্তানহীন রাজার দুঃখের তার সমস্ত রাজ্যবাসীর মনে সুখ নেই, সমস্ত রাজপুরী নিঝুম। আমাদের চিরকালীন ঐতিহ্য সমস্ত প্রজা রাজার সন্তানতুল্য, সমস্ত রাজ্যবাসীকে নিয়ে রাজার এক বিশাল পরিবার। সেই একতা, সেই চিরকালীন বন্ধনের ছবি আমরা এখানে দেখতে পাই। মৌমাছি তাঁর রূপকথার রাজ্যে শিশুপাঠকদের জন্য রচনা করেছেন অপরূপ কল্পনার স্বপ্নরাজ্য। কিন্তু রূপকথার রূপ সৃষ্টির ক্ষেত্রে তার কল্পনা কখনও নিয়ন্ত্রনহীন হয়নি। খুবই সুকৌশলে রূপকথার প্রাচীন কাঠামো বজায় রেখে তার মধ্যে আধুনিক মানসিকতার পালিশ লক্ষ্য করা যায়, তিনি যেহেতু শিশুদের জন্য কলম ধরেছেন তাই সুকৌশলে শিশু অনোপযোগী বিষয়কে গল্পের শরীর থেকে দূরে রেখেছেন। তার রূপকথার বর্ণনা প্রতিটি ক্ষেত্রে সহজ ও স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে।

বিমল ঘোষের অপর রূপকথাকেন্দ্রীক সৃষ্টি 'রূপকথার ঝুলি' তিনি উৎসর্গ করেন 'যেসব মা-ঠাকুমা আমাকে রূপকথা শুনিয়েছিলেন তাঁদের স্মরণে'। ১৯৬২ সালে বড়দিনে এক সুদীর্ঘ ছড়ার মাধ্যমে পাঠকবন্ধুদের হাতে তুলে দেন এই বইটি—

"রূপকথার জন্ম মায়ের মুখে
মায়ের মুখ থেকেই শুনে আসছে রূপকথা,
সবদেশের সব যুগের মানুষ।
রূপকথার ভাষাই আলাদা,
ভিন্ন ভঙ্গী সে কথা বলার
রূপকথার সুর আছে, ছন্দ আছে
রূপকথার আদর আজও তাই সবার কাছে।
রূপকথার গল্প- গাঁথতে হয়,
কল্পনার সোনালী সুতোয়।
তাই রূপকথা বানানো, শোনানোর
কাজটাও খুব সহজ নয়।
সেই কাজটাই এ যুগে যেতে সহজ হয়-
এই বইটিতে দিলাম, সেই চেষ্টার সামান্য পরিচয়।"[৬]

আধুনিক যুগে দাঁড়িয়ে রূপকথা গাঁথা সহজ না, রূপকথার সেই মায়াময় সময়, পরিবেশ সেই মা-ঠাকুমারা যাদের মুখে মুখেই নির্মাণ হত অপরূপ সব কাহিনির, আজ তার কিছুই অবশিষ্ট নেই। কিন্তু শিশু চিরকালের, তাদের দাবী চিরিন্তন। তাই আজকের শিশুদের সামনে কীভাবে সেই রূপকথার মায়াবী পরিবেশ সৃষ্টি করা সম্ভব পিতা-মাতার এই প্রশ্নের সমাধান করেছেন মৌমাছি এখানে। এ গল্পের শুরুতে 'গোড়ার কথা'য় মৌমাছি স্বয়ং তাঁর এই রূপকথা নির্মাণের তাগিদ উল্লেখ করেছেন—

OPEN ACCESS
IF 8.111
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 26*
*Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 198 - 206*
*Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive*

> "আমার মুখ থেকে রূপকথা শুনে, গল্প শুনে অনেকেই তাঁরা দাবী জানান - অন্যান্য দেশে গল্প-বলা শেখানো হয়। 'গল্প-বলার বই' আছে। আমাদের শিশু সাহিত্যে তেমন বই বড় কিছুই নেই। তাই তেমন সব বই-ই তাঁরা চান।"[৭]

দরদী বাবা-মায়ের এই দাবী মেনে তিনি প্রথমে 'সাতরানীর এক পুত' নাম দিয়ে 'জনসেবক' পত্রিকায় গল্পটি প্রকাশ করেন। কিন্তু এ তার লেখার গল্প নয়, তিনি নির্মাণ করতে চান গল্প বলার বই, বাবা-মায়ের তাঁর কাছে দাবী – যেমন করে গল্প বলেন, তেমন করেই লিখবেন, তেমন করেই ছাপবেন। যাতে আমরাও চিহ্ন দেখে, ছোট বড় অক্ষর দেখে, যেখানে যতটুকু থামবার থেমে দাঁড়িয়ে, গলার সুর কমিয়ে বাড়িয়ে মা-ঠাকুমাদের মতোই গল্প বলতে পারি।

এ এক বিরাট দায়িত্ব, সকলকে ভালবেসে তাদের আবদার মাথা পেতে নিয়েছেন মৌমাছি। বারবার বদল ঘটিয়েছেন লেখায় - 'কিন্তু মন আমার ভরে না ... যেখানেই হোঁচট খাই, অমনি সেটা শোধরাই। নতুন চিহ্ন দিই। নতুন শব্দ বসাই... বার বার পড়ে চিহ্ন বদল করেছি, লাইন অদল-বদল করেছি'। নির্মাণ করেন - "শিশু-সাহিত্যের 'গল্প-বলা'র প্রথম বই 'রূপকথার ঝুলি'। সহজ-সরল ঝরঝরে ভাষার বর্ণনায় এ যেন গল্প লেখা নয়, মুখে মুখে শিশু পাঠকদের গল্প শুনিয়েছেন মৌমাছি, দৃষ্টান্ত দিয়ে বলা যায়, গল্পের শুরুতে রাজবাড়ীর বর্ণনা—

"এক রাজার সাত রানী।
দেশ - জড়া রাজ্যখানি।
রাজার রাজপাট - সোনার ঠাট।
হাতিশালে হাতি, ঘোড়াষালে ঘোড়া।
রাজ-ভান্ডারে সোনা-দানা,
হীরা-মোহর ঘড়া ঘড়া।"[৮]

এ ভাষা যেন বইয়ের কথা নয়, এ যেন রাতের অন্ধকারে মা-ঠাকুমার মুখ থেকে শোনা গল্প। সমগ্র গল্প জুড়ে লেখক পাঠকে নিয়ে যান সেই মা-ঠাকুমার গল্পের আসরে, রাক্ষসপুরীর বর্ণনায়ও আমরা বনবীরের সাথে ঘুরে বেড়াই সেই ভয়ের পরিবেশে- 'প্রথম এক ঘরে গেল। দেখে সে-ঘর বরফের মত ঠান্ডা! হিম কিন-কন, হাওয়া শন-শন, বরফে-গড়া। সার সার বাসি-মড়া! কান্ড দেখেই বনবীরের হাত-পা ঠান্ডা! আর এক ঘরে গেল। সে ঘরে দাউ দাউ আগুন জ্বলে! বড় বড় তেলের কড়ায়, তেল ফুটছে টগবগ টগবগ। সেখানে দেখে – উট, হাটী, গরু, ঘোড়া, মোষ, ভেড়া – লোহার দড়ির জালে – জাড়ানো! যেন পুঁটলি, বেঁধে শিকেয়-ঝোলানো।'[৯]

কথার মাঝে মাঝে অনুপ্রাসের ঝংকার বাক্যে গতি প্রদান করে। গল্পটির শব্দ চয়ন, পরিবেশন দক্ষতার পাশাপাশি আর একটি দিকও চোখে পড়ে, তা হল এর অসাধারণ চিত্রধর্মীতা। 'গোড়ার কথায়' মৌমাছি স্বয়ং বলেছেন— গল্প বলার বই, খাঁটি রূপকথা চাই। কাজেই এ বইয়ের ছবি ছাপা যেমন-তেমন হ'লে তো চলে না। অনেক ধৈর্য ধরতে হয়েছে তাই। শিল্পী বিমল দাসের ছ'মাস পরিশ্রমের ফসল হয়ে ফুটে উঠেছে গল্পের ছবিগুলি। অত্যন্ত যত্নসহকারে নির্মিত প্রতিটি ছবি শিশুদের মনোরঞ্জনের সাথে তাদের শিশুমনের কল্পনাশক্তির বিকাশে সাহায্য করে। রাক্ষসীর চিত্র হোক কিংবা বুনো ঘোড়ার পিঠে সওয়ার কুমার বনবীরের চিত্র - যা মূল কাহিনিতে বনবীরের প্রবেশের আগে শিশুদের সামনে বনবীরের সাহসের এর আভাস তুলে ধরে। রাক্ষসী-রানির ছলনায় রচিত রোগ শয্যার চিত্র শিশুদের পৌঁছে দেয় নক্সী কাঁথা জড়িয়ে শুয়ে থাকা রানির অন্তপুরে। রাক্ষসীর প্রান-পাখি নিয়ে কুমার বনবীরের কুলোয় চড়ে আকাশপথে উড়ে পলকে পায়ের নিচে নদী, বন-পাহাড় পেরিয়ে যাওয়ার চিত্রে বনবীরের সাথে সঙ্গী হয়ে উড়ে যায় তার শিশু পাঠকের মনগুলিও। রাজপুরীতে প্রকাশ্য রাজসভায় বনবীরের হাতে রাক্ষসী-রানির প্রানপাখি বধ ও রাক্ষসীর ভয়ংকর বধের চিত্রে রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে শিশুপাঠকগুলি। প্রতিটি চিত্রই সেই রূপকথার মায়াময় জগতের ছবি আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরে।

প্রাচীন রূপকথার কাঠামো মৌমাছি এই গল্পেও সুন্দর ভাবে রক্ষা করেছেন। গল্পজুড়ে দৈবাদেশ, ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমী, রাক্ষসীর কথা গল্পে টানটান উত্তেজনার সৃষ্টি করেছেন – নিঃসন্তান রাজার দুঃখ মোচনের উপায় করেছেন দিব্যপুরুষ সন্ন্যাসীর আশীর্বাদের মাধ্যমে। পাশাপাশি সমস্ত গল্পজুড়ে রয়েছে রাক্ষসী রানির কার্যকলাপ, রাক্ষসীর ছলনায় ভুলে রাজা

OPEN ACCESS
IF 8.111
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 26*
*Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 198 - 206*
*Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive*

সাত রানিকে হত্যা করার নির্দেশ দেন, নিজের রাক্ষসে ক্ষুধা নিবারনের জন্য রানি হাতি, ঘোড়া, মানুষ ধরে ধরে খায়। সাধু বনবরীকে জানায়— রাক্ষসী-রানী রাজার ঘরে। লকলকে তার জিভের ধারে, ঘরে ঘরে প্রজা মরে। হাতিশালায় হাতি মরে-ঘোড়াশালে ঘোড়া মরে।

সমস্ত গল্পে রাক্ষসী প্রাধান্য পেলেও, রূপকথার নিয়ম অনুসারে সে কখনোই গল্পের নিয়ন্ত্রক হয়ে ওঠেনি। এই প্রসঙ্গে মলয় বসুর রূপকথার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলেছেন— রাক্ষস - রাক্ষসী, দৈত্য - দানা, বেঙ্গমা - বেঙ্গমী, শুক - শারী, পক্ষীরাজ ঘোড়া প্রাধান্য পেলেও, তারা কখনো গল্পের নিয়ন্ত্রক হতে পারবে না। রাক্ষসীর সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হয়েছে গল্পের নায়ক রাজকুমার বনবীর। সাহসী যুবক বনবীর সন্ন্যাসীর মুখে রাজ্যের রাজার বিপদের কথা শুনে এগিয়ে আসে—

"বনবীর চমকে ওঠে! শিরায় শিরায় রক্ত ছোটে
সারা গায়ের রোঁয়া খাড়া। রগে রগে রাগের চাড়া।
বনবীর ভুলে যায় বনের কথা, মায়েদের মনের কথা।'
মনে শুধু জাগে অটুট পণ,
যেমন করে পারি - নেবো ঐ রাক্ষসী-রাণীর মায়া-জীবন।
ফিরিয়ে দেবো প্রজার জীবন, বুঝে নেবো নিজের ধন।
এ যদি না-পারি তো বৃথাই জীবন।'[১০]

কুমারের সহায়ক হিসাবে গল্পে রয়েছে এক ব্যাঙ্গমা আর এক ব্যাঙ্গমী, এবং শেষ পর্যন্ত তাদের বুদ্ধিতেই রাজকুমার রাক্ষসী রানী রচিত মরন ফাঁদ ছিন্ন করে সোনার পিঞ্জরে আবদ্ধ রাক্ষসীর পরাণ-পাখির মুন্ডু তলোয়ারের এককোপে ছিন্ন করে রাক্ষসী বধ করে ও গোটা রাজ্যকে উদ্ধার করে রাজকুমার বনবীর।

রাক্ষসী, ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমীর মাধ্যমে শিশুদের মনোরঞ্জের পাশাপাশি লক্ষ্ রেখেছেন তাদের নৈতিক বিকাশের দিকেও, গল্পের পরতে পরতে ছড়িয়ে রেখেছেন বহু মনি-মুক্তা যা তাদের ভালমন্দের জ্ঞান গড়ে তুলবে, তাদের চরিত্র নির্মাণে সহায়ক হবে। গভীর রাতে এক মনোহর কুমারের সন্ন্যাসীর বেশে আগমন ঘটে রাজপুরীতে, তিনি ভিক্ষা নিতে নয় রাজাকে ভিক্ষা দিতে আসেন, প্রভূত ধনরত্নের ঊর্ধ্বে যে প্রকৃত জ্ঞানীর অবস্থান এখানে যেন সেই কথাই লেখক তুলে ধরেন, তাইতো রাজাকেও রাজবেশ পরিত্যাগ করে নিঃস্ব ভিখারীর বেশে রাজা গিয়ে দাঁড়াতে হয় সন্ন্যাসীর কাছে। রাজার বাহ্যিক অহংকার, ধনের গর্ব ক্ষয় হয়ে পূরণ হয় মনের আশা, রাজা পায় সন্তানপ্রাপ্তির আশীর্বাদ।

'রূপকথার ঝুলি' শিশুদের চমৎকৃত করেছে তার ধ্বনি ঝংকারে, চিত্রের পারিপাঠ্যে; পাশাপাশি প্রদান করেছে গল্পের মাধ্যমে ভালোমন্দের ধারনা; আর লেখক অভিভাবকদের পূর্ণ করেছেন অনেকদিনের আবদার, তাদের হাতে তুলে দিয়েছেন বাংলা সাহিত্যের প্রথম গল্প বলার বই।

মৌলিক রূপকথা রচনার পাশাপাশি বিমল ঘোষ তাঁর 'দেশবিদেশের রূপকথা', গ্রন্থে দেশ-বিদেশের প্রাচীন রূপকথার অনুবাদ করেন শিশুপাঠকদের জন্য। বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য শাখার মত শিশুসাহিত্যেও অনুবাদের স্থান দেখা যায়। কিন্তু উনবিংশ শতকের অনুবাদ সাহিত্যের সাথে বিংশ শতকের লেখকদের অনুবাদের এক মৌলিক পার্থক্য চোখে পড়ে, উনবিংশ শতকের অনুবাদের মূল লক্ষ্য ছিল শিশুকে নৈতিক শিক্ষা প্রদান। বিংশ শতকে অনুবাদের মধ্যে শুধুমাত্র শিক্ষা নয় তার পাশাপাশি দেশ-বিদেশের খবরের মাধ্যমে শিশুমনের প্রসারতা বৃদ্ধি ছিল সেই সময়ে লক্ষ্য। গল্পের শুরুতে গোড়ার কথায় লেখক রূপকথার সংজ্ঞা হিসাবে বলেছেন—

> "হাজার হাজার বছর আগে যখন বই বলে কোন জিনিস ছিল না পৃথিবীতে - তখন এই গল্প বা কাহিনী ছিল লোকের মুখে মুখে - মুখের কথা দিয়ে তারা মনের কল্পনাকে দিতো রূপ, - আর তাই হল এই 'রূপকথা'।[১১]

বহু যুগ ধরে অর্জিত জীবন অভিজ্ঞতার প্রতিফলন ঘটেছে এই কাহিনিগুলির মধ্যে। নিজের দেশ-কাল সময়ের উপোয়োগী করে, শিশুদের উপযোগী ভাষায় কাহিনিগুলির ভাবানুবাদ করেছেন মৌমাছি। স্বয়ং বিমল ঘোষের হাতে আঁকা ছবি দিয়ে কাহিনিগুলি সমৃদ্ধ হয়েছে। এই রূপকথা মূলক কাহিনিগুলি মনোরঞ্জনের পাশাপাশি সমৃদ্ধ করেছে তাদের জ্ঞানের জগতকে,

OPEN ACCESS
IF 8.111
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 26*
*Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 198 - 206*
*Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive*

শুধুমাত্র বিভিন্ন দেশের প্রচলিত গল্পগুলির ভাবানুবাদ নয়, সেই সঙ্গে তিনি এখানে তুলে ধরেছেন সেই দেশের ছোট ইতিহাস, যা আনন্দদানের পাশাপাশি বাইরের পৃথিবীর সাথে তাদের পরিচয় গড়ে তুলবে। এই 'দেশবিদেশের রূপকথা' বইটির রচনার পশ্চাতের কাহিনি সম্পর্কে বিমল ঘোষ বলেছেন–

> "আমিও ছোটবেলায় সেইসব পুরানো সভ্যতার যুগের বিভিন্ন দেশে নামকরা রূপকথাগুলো পড়েছিলাম এবং তারি মধ্যে যেগুলো ভাল লেগেছিল - সেগুলোর তখনই ভাব-অনুবাদ করেছিলাম - এবং তা সে যুগেই ছাপা হয়েছিল 'খোকাখুকু', 'শিশুসাথী' – এই সব পত্রিকায় – সে প্রায় ১৫ বছর আগের কথা। ছবিগুলোও আমার অনেক দিন আগের আঁকা। সেই সব ছবি ও লেখাগুলো এই বইটিতে সংগ্রহ করে ছাপাবার ব্যবস্থা করেছেন এই বইটির প্রকাশক।"[১২]

সংকলনে মোট দশটি গল্পের ভাবানুবাদ সংকলিত হয়েছে, যার প্রথম গল্পেই স্থান পেয়েছে আমাদের ভারতবর্ষের প্রাচীন কাহিনি। শিশু পাঠকেদের তিনি প্রথমেই পরিচিত করাতে চেয়েছেন নিজের দেশের সাথে, তাদের শুনিয়েছেন 'সোনার ভারতের পুরোন একটি গল্প'। প্রাচীন ভারতীয় পণ্ডিত বিষ্ণুশর্মার 'পঞ্চতন্ত্র' থেকে তিনি অনুবাদ করেছেন 'চন্দ্ররাজার কথা'। প্রাচীন ভারতের হারিয়ে যাওয়া ঐতিহ্যের সাথে শিশুপাঠকদের পরিচিত করাতে চেয়েছেন যাতে একদিন বড় হয়ে তারা ভারতবর্ষের লুপ্তগৌরব পুনরুদ্ধার করতে পারে–

> "সে সব শাস্ত্রের আলোচনা যদি তোমরা বড়ো হয়ে করো - আর ভারতবর্ষকে আবার বড় করে গড়ে তোলবার চেষ্টা করো, তবেই বুঝবো তোমরা দেশকে ভালবাসো, তোমরা বাহাদুর ছেলে।"[১৩]

'চন্দ্ররাজার কথা'-তে আমরা রাজাচন্দ্রর পোষা বাঁদর ও ভেড়ার কাহিনির মাধ্যেমে দেখতে পাওয়া যায় লোভের বশবর্তী হয়ে চন্দ্ররাজার সমস্ত প্রজা কীভাবে রাক্ষসের পেটে যায়, লোভই হয় রাজার ধ্বংসের কারন 'লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু', প্রাচীন ভারতবর্ষের মহানবানী - এই আমাদের আরেকবার মনে করিয়ে দেয়।

বীর, যোদ্ধার সমাদর আমরা সব দেশেই দেখতে পাই। প্রাচীন রূপকথা জুড়ে রয়েছে সেই বীর যোদ্ধাদের বিভিন্ন উপাখ্যান, 'দেশবিদেশের রূপকথা' সংকলনেও বিমল ঘোষ আমাদের তেমনি কিছু বীরের কাহিনি শুনিয়েছেন—

'রোমের উপকথা' বামনের রাজ্য'তে আমরা রোমান বীর হারকিউলিসের বীরত্ব ও সাহসের কথা শুনি, এর পাশাপাশি আছে ক্ষুদ্র বামনদের বীরত্ব, দৈত্য অনটাসের প্রতি তাদের প্রকৃত ভালোবাসার কথা। অনটাসকে বামনরা প্রকৃত ভালোবাসতো, তাদের দৈত্য দাদার কাছে ছিল তাদের নানা আবদার, তাইতো অনটাসের মৃত্যুর খব পেয়ে ক্ষুদে জীব বামনরা হারকিউলিসকে বধ করতে উদ্যত। যে মহান বীরের সামনে দাঁড়িয়ে বড় বড় যোদ্ধাদের সাহস কুলায় না, সেই হারকিউলইসকে চার আঙুলের বামন নির্দ্বিধায় জবাব দেয় - 'তোমার যম' বলে। প্রকৃত বীরত্ব, বন্ধুত্ব, সাহসের গল্প 'বামনের রাজ্য'।

জাপানী দেশের রূপকথা 'বোকা রাক্ষস' গল্পে রয়েছে জাপানে মস্ত বীর 'ওকুচি রাকো'র সাহসের কাহিনি। সাহসী ও বুদ্ধিমান রাকো রাক্ষদের হত্যা করে রাজকুমারী-সহ নিজের দেশকে উদ্ধার করে রাক্ষসের হাত থেকে। গ্রীসদেশের রূপকথা 'সোনার রথ' গল্পও এই রকম বীর পেলপসের বীরত্ব কথা। সাহসে ভর করে রাজাকে হারিয়ে রাজকুমারী জয় করে বীর পেলপস। পৃথিবীর সর্বদেশে, সর্বকালের শিশুরাই ভালোবাসে এই মহান বীরেদের অসম্ভব বীরত্বের কাহিনি শুনতে। বিরাট, ভয়ংকর, অসম্ভবের প্রতি তাদের আকর্ষণ চিরকালীন, তাইতো মানুষের কথায় বারবার ফিরে এসেছে এই বীরেদের জয়গান। কখনো রাক্ষস মেরে তারা উদ্ধার করেছে রাজ্যকে, আর কখনো রাজকুমারীকে উদ্ধার করে পুরস্কার স্বরূপ সেই রাজ্যের রাজা হয়েছে।

কিন্তু ইতিহাস শুধুমাত্র শ্রেষ্ঠ বীরদের, রাজপুত্রের কথাই বলে না; বিভিন্নদেশের রূপকথায় আমরা এমন কিছু সাধারণ মানুষের কথা শুনতে পাই যারা সাধারণ ঘরে জন্ম গ্রহন করলেও নিজের কর্ম, বুদ্ধি, সাহসের জোরে অসাধারণ হয়ে ওঠে। বিমল ঘোষও এই মানুষগুলির কথা ভুলে যাননি, এদের সাথে আমরা সহজে একাত্ম হতে পারি। তাদের হতাশা, দুঃখের মধ্যে নিজেদের ছাপ খুঁজে পাই, এবং এদের জয়ের মাধ্যমেই খুঁজে পাই জীবনে বেঁচে থাকার আশা।

OPEN ACCESS
IF 8.111
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 26*
*Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 198 - 206*
*Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive*

চীনদেশের রূপকথা 'অতলপুরী' এই রকম সাহসী যুবক চ্যাং এর কথা - ভ্রমন পিপাসু কল্পনাপ্রবন যুবক ফুয়াং চ্যাং নিশ্চিত জীবন পেছনে ফেলে পৃথিবী দেখার নেশায় একদিন বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে। খুঁজে পায় সমুদ্রের নীচে সাগর রাজের বাড়ি, নিজের কবিত্বের গুনে রাজাকে মুগ্ধ করে লাভ করে রাজকবি পদ, শেষকালে চ্যাংকে ভালোবেশে রাজকুমারীর সাথে তার বিয়ে দেন সাগররাজ। চীনদেশে একজন সামান্য দোকানদার চ্যাং লাভ করে সাগররাজের অর্ধের রাজত্ব। সব ঐশ্বর্য লাভ করলেও চ্যাং ভোলেনি নিজের পিতা-মাতাকে, দেশে ফিরে সে তাদের সব দুঃখের অবসান ঘটায়। বিশ্ব সাহিত্যে ছড়িয়ে থাকা হাজারো রূপকথার মধ্যে মৌমাছির 'অতলপুরী'কে বেছে নেওয়ার কারণ গল্পটি মধ্যেই সহজে অনুমেয় - গল্প জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে সাধারণ মানুষের সাহসের জয়গান। রাজকুমার লহরের সাথে চ্যাং এর প্রকৃত বন্ধুত্বের কথা, রাজকুমারী ও চ্যাং এর ভালোবাসার কথা, চ্যাং-এর পিতা-মাতার প্রতি কর্তব্যবোধের কথা। পারস্য দেশের রূপকথা 'মায়ার খেলা' পারস্যদেশের বাবা-মা মরা ছেলে কাশিমের গল্প। কাশিম ও তার সঙ্গী ইদুর ও কুকুরের এই কাহিনি সৎ মানুষের জয়, প্রকৃত বন্ধুত্বের মূল্য আমাদের নতুন করে মনে করায়। গল্প এখানে নিছক গল্প নয়, গল্পে ছড়িয়ে থাকা এই শিক্ষা, মূল্যবোধগুলিই শিশুদের জীবনের সঠিক শিক্ষা প্রদান করে, যা শৈশব থেকেই তাদের মধ্যে কর্তব্য বোধ, উচিত-অনুচিতের জ্ঞান জন্মায়।

বিমল ঘোষ তাঁর অন্যান্য সব সাহিত্যের শিশুবন্ধুদের জন্য রচিত রূপকথামূলক গল্পগুলিতেও তাদের মনোরঞ্জনের সাথে লক্ষ্য রেখেছেন তাদের মানসিক বিকাশের দিকেও। শিশুদের 'কাঠকন্যা', 'সাতরানীর এক পুত', 'দেশ বিদেশের রূপকথা' এর প্রতিটিগল্প শিশুদের সমাজ জীবনের কিছু না কিছু শিক্ষা দিয়ে যায়। গল্পগুলি অবোধ শিশুদের চারিত্রিক বিকাশ ঘটানোর সাথে সাথে তাদের মধ্যে ভালোমন্দের বোধ গড়ে তোলে যে শিক্ষা ভবিষ্যতকে সুন্দর করে তুলবে। রূপকথার অবয়ব বজায় রেখেই সুন্দর ভাবে রূপকথার বৈশিষ্ট্য যেমন তার মৌলিক রচনাগুলির শরীরে ছড়িয়ে রেখেছেন তেমনি অনুবাদমূলক রচনাতেও রূপকথার আমেজ বজায় রেখেই যুগোপযোগী করে তুলেছেন। বীরত্ব, সাহস, বন্ধুত্ব, দেশপ্রেম, নৈতিক কর্তব্য সমস্ত কিছুরই শিক্ষা আমরা এই গল্পগুলি থেকে পেয়ে থাকি।

## Reference:

১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *রাজপুত্তুর প্রবন্ধ,* লিপিকা, ইন্ডিয়ান প্রেস লিমিটেড, এলাহাবাদ, ১৯২২, পৃ. ৬৩
২. গঙ্গোপাধ্যায়, আশা, *বাংলা শিশু-সাহিত্যের ক্রমবিকাশ* (১৮০০-১৯০০), ডি. এম. লাইব্রেরী, কলকাতা, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৬
৩. বসু, মলয়, *বাঙলা সাহিত্যে রূপকথা-চর্চা,* কে. পি. বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, কলিকাতা, ১৯৮০, পৃ. ১৫
৪. ঘোষ, বিমল, *মৌমাছি রচনাসমগ্র,* লালমাটি, কলকাতা, ২০১০, পৃ. ২১২
৫. তদেব, পৃ. ২১৫
৬. ঘোষ, বিমল, *রূপকথার ঝুলি,* মিত্র ও ঘোষ, কলিকাতা, পৌষ ১৩৬৯, পৃ. ১
৭. তদেব, পৃ. ৪
৮. তদেব, পৃ. ৬
৯. তদেব, পৃ. ৫০
১০. তদেব, পৃ. ৩৫
১১. ঘোষ, বিমল, *দেশবিদেশের রূপকথা,* শঙ্কর সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা, ১৩৬২, পৃ. ৫
১২. তদেব, পৃ. ৫
১৩. তদেব, পৃ. ৮